শ্লোক চল্লিশের গোপন ইতিহাস - নম্বর দুই

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, প্যাট্রিয়ট অ্যাক্ট এবং ভবিষ্যদ্বাণীর পূরণের পথ

Jeff Pippenger

2024-09-19

আমরা পূর্ববর্তী প্রবন্ধটি এমন একটি বাক্য দিয়ে শেষ করেছিলাম, যেখানে বলা হয়েছিল, "২০০১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার প্যাট্রিয়ট অ্যাক্টকে আইনে পরিণত করেছিল।"

> রবিবার পালন বাধ্যতামূলক করার এই আন্দোলনে যুক্তদের মধ্যেও অনেকেই আছেন, যারা এই পদক্ষেপের পরিণতি সম্পর্কে অন্ধ। তারা বোঝেন না যে তারা ধর্মীয় স্বাধীনতার বিরুদ্ধে সরাসরি আঘাত হানছেন। অনেকেই আছেন যারা কখনো বাইবেলের সব্বাথের দাবি এবং যে মিথ্যা ভিত্তির ওপর রবিবারের প্রতিষ্ঠা দাঁড়িয়ে আছে, তা বুঝতে পারেননি। ধর্মীয় আইন প্রণয়নের পক্ষে যেকোনো আন্দোলন আসলে পোপতন্ত্রকে এক ধরনের ছাড় দেওয়া, যা যুগের পর যুগ বিবেকের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অবিরত যুদ্ধ চালিয়ে এসেছে। রবিবার পালন কথিত খ্রিস্টীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে তার অস্তিত্বের জন্য 'অধর্মের রহস্য'-এর কাছে ঋণী; আর এর বলপ্রয়োগ হবে সেই নীতিসমূহের কার্যত স্বীকৃতি, যেগুলো রোমানবাদের একেবারে ভিত্তিপ্রস্তর। যখন আমাদের জাতি নিজ সরকারের নীতিসমূহ এভাবে ত্যাগ করবে যে রবিবারের আইন প্রণয়ন করবে, তখন প্রোটেস্ট্যান্টবাদ এই কাজের মাধ্যমে পোপবাদের সঙ্গে হাত মিলাবে; তা হবে সেই স্বৈরতন্ত্রকে জীবন দান করা ছাড়া আর কিছু নয়, যা বহুদিন ধরে আবার সক্রিয় নিরঙ্কুশ শাসনে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগের জন্য উদ্গ্রীব হয়ে অপেক্ষা করছে। টেস্টিমোনিস, খণ্ড ৫, ৭১১।

১৮৮৮ সাল ২০০১-এর প্রতীক ছিল, এবং তখনই ব্লেয়ার বিল প্রবর্তিত হয়েছিল; কিন্তু তা পাস না হওয়ায় এটি ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে 'কথা বলা' থেকে বিরত রইল। এটি খ্রিষ্টাব্দ ৬৬-এর এক নিদর্শনে পরিণত হয়েছিল—একটি অবরোধ যা শুরু হয়েছিল এবং পরে রহস্যময়ভাবে প্রত্যাহার করা হয়েছিল। যখন বোঝা যায় যে 'পশুর প্রতিমা'র দুটি পরীক্ষা–পর্ব রয়েছে, এবং যে দ্বিতীয় পর্বটি যুক্তরাষ্ট্রে রবিবারের আইন দিয়ে শুরু হয়—যা ৩২১ দ্বারা প্রতীকায়িত—এবং যে পর্বটি শেষ হয় যখন বিশ্বব্যাপী রবিবারের আইন—যা ৫৩৮ দ্বারা প্রতীকায়িত—সম্পূর্ণরূপে কার্যকর হয়; তখন ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে এটি দাবি করে যে প্রথম 'পশুর প্রতিমা'র পরীক্ষা–পর্বের সূচনাও এমন এক ধরনের প্রতীকায়নের মাধ্যমে শুরু হবে, যেখানে রবিবারের আইন ঘোষিত হয়। ১৮৮৮ সালে ব্লেয়ার বিল ছিল একটি জাতীয় রবিবারের আইন কার্যকর করার প্রচেষ্টা, এবং ১৮৮৮-ই চিহ্নিত করে কখন প্রকাশিত বাক্য আঠারো অধ্যায়ের স্বর্গদূত অবতরণ করে এবং তাঁর মহিমা দিয়ে পৃথিবীকে আলোকিত করে।

প্যাট্রিয়ট অ্যাক্ট হলো সেই রবিবারের আইনের একটি প্রতিরূপ, যা যুক্তরাষ্ট্রে পশুর প্রতিমূর্তির পরীক্ষার সময়ের সূচনা করে। যুক্তরাষ্ট্র রবিবারের আইন কার্যকর করলে, প্রকাশিত বাক্য ত্রয়োদশ অধ্যায়, একাদশ পদের পূর্ণতায় ড্রাগনের মতো কথা বলে। যখন তা সেই আইন কার্যকর করে, তখন তা ড্রাগনের মতো কথা বলে, এবং সেই রবিবারের আইন চিহ্নিত করে যে যুক্তরাষ্ট্রে পশুর প্রতিমূর্তি সম্পূর্ণরূপে গঠিত হয়েছে। সেই সময় যুক্তরাষ্ট্র তার অনুগ্রহকালের পাত্র পূর্ণ করে ফেলে, এবং জাতীয় ধর্মত্যাগের পর আসে

জাতীয় ধ্বংস। সেই সময় ত্রিমুখী জোট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর ষষ্ঠ রাজ্য থাকা বন্ধ করে দেয়।

আলফা ও ওমেগা সর্বদা শুরুর মাধ্যমে শেষকে উপস্থাপন করে, এবং যুক্তরাষ্ট্রের সূচনালগ্নে এমন তিনবার ভবিষ্যদ্বাণীমূলকভাবে যুক্তরাষ্ট্র কথা বলেছিল, যা বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীতে যুক্তরাষ্ট্রকে ষষ্ঠ রাজ্য হিসেবে সূচনাকে চিহ্নিত করেছিল। ১৭৭৬ সালের স্বাধীনতার ঘোষণা, তারপরে ১৭৮৯ সালের সংবিধান এবং এরপর ১৭৯৮ সালের এলিয়েন ও সিডিশন আইন—এগুলোই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক অর্থে যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম তিনবার কথা বলাকে নির্দেশ করে। ওই তিনটি প্রকাশনা-ই যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলাকে প্রতিনিধিত্ব করেছিল। এই তিনটি ধাপ ১৭৯৮ সালে নিয়ে গিয়েছিল—বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী ষষ্ঠ রাজ্য হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের শাসনের সূচনা। যুক্তরাষ্ট্রের শুরুর ওই একই তিনটি মাইলফলকই আবার এমন তিনটি মাইলফলকের প্রতিনিধিত্ব করে, যা বাইবেলীয় ভবিষ্যদ্বাণীতে ষষ্ঠ রাজ্য হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের শাসনের সমাপ্তির দিকে নিয়ে যায়।

প্যাট্রিয়ট অ্যাক্ট হলো যুক্তরাষ্ট্রের তিন দফা ‘কথন’-এর প্রথমটি, যা সে ষষ্ঠ রাজ্য হিসেবে নিজের পরিণতির দিকে এগোতে গিয়ে করে। তৃতীয় ‘কথন’, যা ষষ্ঠ রাজ্যের সমাপ্তিকে চিহ্নিত করে, তা হলো রবিবারের আইন। সেই ইতিহাসের মাঝামাঝি, ২০২২ সালে ৬ জানুয়ারির ‘পেলোসি ট্রায়ালস’ আরম্ভ করা হয়। এসব বিচার ছিল সংবিধানে সন্নিবেশিত অধিকারগুলোর সরাসরি প্রত্যাখ্যান, কারণ বিচারগুলো স্বভাবে রাজনৈতিক ছিল, এবং ল’ফেয়ার কেবল তথ্য জালিয়াতি ছিল না, বরং সংবিধানে চিহ্নিত ‘প্রক্রিয়াগত’ ও ‘মূলগত’ আইনের ওপর আসলে একেবারে সরাসরি আক্রমণ ছিল।

২০০১ সালের 'Patriot Act' ছিল যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের পঞ্চম ও চতুর্দশ সংশোধনী উভয়টিতেই থাকা 'Due Process Clause'-এর ওপর সরাসরি আঘাত। উভয় সংশোধনীর এই ধারা বলে যে, যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া ব্যতীত কাউকে জীবন, স্বাধীনতা বা সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। সেটা ছিল ২০০১, আর ২০২২ সালে সংবিধানের বিরুদ্ধে আক্রমণটি 'procedural due process' এবং 'substantive due process' উভয়ের ওপরই কেন্দ্রীভূত ছিল। 'repudiate' শব্দের অর্থ অস্বীকার করা, এবং Sister White উল্লেখ করেন যে যুক্তরাষ্ট্রে Sunday law-এর সময় সংবিধানের প্রতিটি নীতি অস্বীকার করা হবে।

> ঈশ্বরের বিধানের পরিপন্থীভাবে পোপীয় ব্যবস্থাকে বলবৎ করার অধ্যাদেশের মাধ্যমে, আমাদের জাতি সম্পূর্ণরূপে ধার্মিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। যখন প্রোটেস্ট্যান্টবাদ ব্যবধান পেরিয়ে রোমান শক্তির সঙ্গে হাত মেলাতে হাত বাড়াবে, যখন সে অতল গহ্বর পেরিয়ে আধ্যাত্মবাদের সঙ্গে হাত মেলাবে, যখন এই ত্রিমুখী ঐক্যের প্রভাবে আমাদের দেশ প্রোটেস্ট্যান্ট ও প্রজাতান্ত্রিক সরকার হিসেবে তার সংবিধানের প্রতিটি নীতি অস্বীকার করবে এবং পোপীয় মিথ্যা ও ভ্রান্তির প্রচারের জন্য ব্যবস্থা করবে, তখন আমরা জানতে পারব যে শয়তানের বিস্ময়কর কর্মের সময় এসে গেছে এবং শেষ ঘনিয়ে এসেছে।
>
> যেমন রোমান সৈন্যবাহিনীর আগমন যিরূশালেমের আসন্ন ধ্বংসের লক্ষণ ছিল শিষ্যদের কাছে, তেমনি এই ধর্মত্যাগও আমাদের জন্য একটি লক্ষণ হতে পারে যে ঈশ্বরের সহিষ্ণুতার সীমা পৌঁছে গেছে, আমাদের জাতির অন্যায়ের পরিমাপ পূর্ণ হয়েছে, এবং করুণার স্বর্গদূত উড়ে চলে যেতে উদ্যত—আর কখনো ফিরে আসবেন না। তখন ঈশ্বরের জনগণ নিমজ্জিত হবে সেই দুঃখ ও দুর্দশার পরিস্থিতিতে, যাকে ভাববাদীরা ‘যাকোবের ক্লেশের সময়’ বলে বর্ণনা করেছেন। বিশ্বাসী, নির্যাতিতদের আর্তনাদ

স্বর্গে ওঠে। আর যেমন আবেলের রক্ত মাটি থেকে আর্তনাদ করেছিল, তেমনি শহীদদের সমাধি থেকে, সমুদ্রের সমাধি থেকে, পর্বতের গুহা থেকে, মঠের ভূগর্ভস্থ কক্ষ থেকে ঈশ্বরের কাছে আর্তধ্বনি ওঠে: 'আর কতকাল, হে প্রভু, পবিত্র ও সত্য, তুমি কি পৃথিবীতে বসবাসকারীদের উপর আমাদের রক্তের বিচার করবে না, প্রতিশোধ নেবে না?'

প্রভু তাঁর কাজ করছেন। সমস্ত স্বর্গ আলোড়িত হয়ে উঠেছে। সমস্ত পৃথিবীর বিচারক শীঘ্রই উঠবেন এবং তাঁর অপমানিত কর্তৃত্বকে ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রতিষ্ঠা করবেন। যারা ঈশ্বরের আদেশসমূহ পালন করে, তাঁর বিধানকে শ্রদ্ধা করে, এবং পশুর চিহ্ন বা তার মূর্তির চিহ্ন গ্রহণ করতে অস্বীকার করে—তাদের উপর মুক্তির চিহ্ন স্থাপন করা হবে।

ঈশ্বর শেষ যুগে কী ঘটবে তা প্রকাশ করেছেন, যাতে তাঁর লোকেরা বিরোধ ও ক্রোধের ঝড়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য প্রস্তুত হতে পারে। যাদের সামনে আসন্ন ঘটনাগুলি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে, তাদের উচিত নয় আসন্ন ঝড়ের শান্ত প্রত্যাশায় বসে থাকা, এই ভেবে নিজেকে সান্ত্বনা দেওয়া যে বিপদের দিনে প্রভু তাঁর বিশ্বস্তদের রক্ষা করবেন। আমাদের উচিত প্রভুর জন্য অপেক্ষমান লোকদের মতো হওয়া—কেবল অলস প্রত্যাশায় নয়, বরং আন্তরিক পরিশ্রমে, অটল বিশ্বাস নিয়ে। এখন এমন সময় নয় যে গৌণ বিষয়গুলোতে আমাদের মন নিমগ্ন হতে দেই। মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে, শয়তান সক্রিয়ভাবে এমন ব্যবস্থাপনা করছে যাতে প্রভুর লোকেরা দয়া বা ন্যায়বিচার না পায়। রবিবার-আন্দোলন এখন অন্ধকারে তার পথ করে নিচ্ছে। নেতারা প্রকৃত বিষয়টি লুকিয়ে রাখছে, এবং যারা আন্দোলনে যুক্ত হচ্ছে তাদের অনেকেই নিজেরাই দেখছে না যে অন্তঃস্রোতটি কোন দিকে যাচ্ছে। এটির ঘোষণাগুলো কোমল এবং আপাতদৃষ্টিতে খ্রিস্টীয়, কিন্তু যখন এটি কথা বলবে তখন এটি ড্রাগনের আত্মাকে উন্মোচিত করবে। আসন্ন বিপদ এড়াতে আমাদের ক্ষমতার সবটুকু দিয়ে কাজ করা আমাদের দায়িত্ব। আমাদের উচিত মানুষের সামনে নিজেদের সঠিকভাবে উপস্থাপন করে পক্ষপাতকে নিরস্ত করার চেষ্টা করা। আমাদের উচিত তাদের সামনে প্রকৃত বিতর্কিত প্রশ্নটি উত্থাপন করা, এইভাবে বিবেকের স্বাধীনতা সীমিত করার ব্যবস্থাগুলোর বিরুদ্ধে সবচেয়ে কার্যকর আপত্তি জানানো। আমাদের উচিত শাস্ত্র অনুসন্ধান করা এবং আমাদের বিশ্বাসের কারণ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হওয়া। নবী বলেছেন: 'দুষ্টরো দুষ্টতাই করবে; এবং দুষ্টদের কেউই বুঝবে না, কিন্তু জ্ঞানীরা বুঝবে।' সাক্ষ্যসমূহ, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৪৫১, ৪৫২।

সিস্টার হোয়াইট রবিবারের আইনকে কয়েকটি শেষ-সময়ের পথচিহ্নের সঙ্গে সমন্বয় করেন, এবং এভাবে তাঁর কথাগুলি প্রকাশ করে, "শেষ দিনগুলোতে কী ঘটবে, যাতে তাঁর লোকেরা বিরোধিতা ও ক্রোধের ঝঞ্ঝার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য প্রস্তুত হতে পারে।" অতএব, এই অংশে তিনি যেসব পথচিহ্নকে সমন্বয় করেছেন, সেগুলি সতর্কতার সঙ্গে পর্যালোচনা করা উচিত। আমি প্রস্তাব করছি যে রেফারেন্সের কেন্দ্রবিন্দু হলো এমন এক ভবিষ্যদ্বাণীর রেখা, যা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং জাতির "কথন"কে একটি আন্তঃসম্পর্কিত প্রতীক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে।

এর দ্বারা আমি বোঝাতে চাই যে ১৮৮৮ সালের ব্লেয়ার বিল, ২০০১ সালের প্যাট্রিয়ট অ্যাক্ট, এবং ২০২২ সাল থেকে ডেমোক্র্যাট ও গ্লোবালিস্ট রিপাবলিকানদের দ্বারা চালানো রাজনৈতিক মামলা—প্রতিটিই—সংবিধানের দুটি মৌলিক উপাদানকে সরাসরি অস্বীকার করেছে। ১৮৮৮ সাল রবিবারের উপাসনা বলবৎ করার প্রতিনিধিত্ব করে, এবং ২০০১ সালে ইংরেজি আইন থেকে রোমান আইনে পরিবর্তন ঘটে। ২০২২ সালে 'বস্তুগত' ও 'প্রক্রিয়াগত' আইনকে আক্রমণ করা হয়েছিল।

বস্তুগত আইন ব্যক্তি ও সংস্থার অধিকার ও দায়বদ্ধতা সংজ্ঞায়িত করে, আর প্রক্রিয়াগত আইন বিরোধ নিষ্পত্তি ও ব্যক্তি ও সংস্থার অধিকার ও দায়বদ্ধতা প্রয়োগের প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে। আইন বৈধ বা অবৈধ আচরণকে সংজ্ঞায়িত করে এবং তার জন্য শাস্তি নির্ধারণ করে। বস্তুগত আইন ফৌজদারি, দেওয়ানি এবং চুক্তি আইনসহ বহু আইনক্ষেত্রকে আচ্ছাদিত করে।

ফৌজদারি আইন হলো মূলগত আইনের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ফৌজদারি আইন নির্ধারণ করে কোন কোন কাজ অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে এবং সেই অপরাধগুলোর জন্য কী শাস্তি প্রযোজ্য। অন্যদিকে, দেওয়ানি আইন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে বিরোধ নিয়ন্ত্রণ করে, যেমন চুক্তিভঙ্গ, ব্যক্তিগত আঘাত, বা সম্পত্তি-সংক্রান্ত বিরোধ।

বস্তুনিষ্ঠ আইন সাধারণত বিধিবিদ্ধ আইন, বিধিমালা এবং নজিরভিত্তিক আইনের মধ্যে লিপিবিদ্ধ থাকে। বিধিবিদ্ধ আইন হলো আইনপ্রণেতা সংস্থাসমূহ—যেমন জাতীয় সংসদ বা বিভিন্ন রাজ্যের আইনসভা—দ্বারা পাসকৃত আইন, এবং বিধিমালা হলো প্রশাসনিক সংস্থাসমূহ কর্তৃক প্রণীত নিয়ম ও পদ্ধতি। নজিরভিত্তিক আইন হলো বিচারকগণের দ্বারা বিধিবিদ্ধ আইন, বিধিমালা ও সংবিধানের ব্যাখ্যার মাধ্যমে সৃষ্ট আইন।

প্রক্রিয়াগত আইন বলতে বোঝায় আইনগত প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণকারী নিয়মাবলি। এটি বর্ণনা করে মামলাগুলি কীভাবে আইনব্যবস্থার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়, অভিযোগ দাখিলের প্রাথমিক ধাপ থেকে চূড়ান্ত নিষ্পত্তি পর্যন্ত। প্রক্রিয়াগত আইন দেওয়ানি, ফৌজদারি ও প্রশাসনিক কার্যবিধিসহ আইনের বিভিন্ন ক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে। প্রক্রিয়াগত আইনের উদ্দেশ্য হলো আইনগত প্রক্রিয়াকে ন্যায়সঙ্গত ও কার্যকর করা নিশ্চিত করা। এটি বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য একটি কাঠামো প্রদান করে এবং নিশ্চিত করে যে বিচারক, আইনজীবী ও পক্ষকারসহ আইনগত প্রক্রিয়ায় জড়িত সবাই জানে তাদের কাছ থেকে কী প্রত্যাশিত।

ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দ্রব্যগত আইন ও প্রক্রিয়াগত আইন একসঙ্গে কার্যকর হওয়ার জন্য প্রণীত। দ্রব্যগত আইন ব্যক্তি ও সংগঠনের অধিকার ও দায়বদ্ধতা নির্ধারণ করে, আর প্রক্রিয়াগত আইন বিবাদ নিষ্পত্তি ও সেই অধিকার ও দায়বদ্ধতা প্রয়োগের প্রক্রিয়ার রূপরেখা দেয়। অর্থাৎ, দ্রব্যগত আইন বৈধ বা অবৈধ আচরণ এবং অবৈধ আচরণের পরিণতি নির্ধারণ করে; আর প্রক্রিয়াগত আইন সেসব আইনগত বিষয় কীভাবে নিষ্পত্তি হবে তার রূপরেখা দেয়।

২০০১ সালে প্যাট্রিয়ট অ্যাক্ট হেবিয়াস কর্পাসের অধিকার বাতিল করে দেয়। "Habeas corpus" একটি ল্যাটিন পদ, যার অর্থ "তুমি দেহটি পাবে"। এটি এমন একটি আইনি নীতিকে বোঝায়, যা আদালতকে কারও কারাবাসের বৈধতা পরীক্ষা করতে বাধ্য করার মাধ্যমে ব্যক্তিকে বেআইনি আটক থেকে সুরক্ষা দেয়। হেবিয়াস কর্পাস অনেক আইনব্যবস্থায় একটি মৌলিক অধিকার, বিশেষ করে ইংরেজি কমন ল দ্বারা প্রভাবিত ব্যবস্থাগুলোতে। এটি নিশ্চিত করে যে ন্যায্য কারণ ছাড়া কাউকে হেফাজতে রাখা যাবে না এবং একজন বিচারকের সামনে নিজের আটকাবস্থার বৈধতাকে চ্যালেঞ্জ করার সুযোগ দেয়।

মার্কিন সংবিধানের পঞ্চম ও চতুর্দশ সংশোধনী উভয়টিতেই একটি "ডিউ প্রসেস ক্লজ" রয়েছে। এগুলোতে বলা হয়েছে যে আইনের যথাযথ প্রক্রিয়া ছাড়া কাউকে জীবন, স্বাধীনতা বা সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। আদালতসমূহ ডিউ প্রসেস মতবাদের দুটি শাখা বিকাশ

করছে: প্রক্রিয়াগত ডিউ প্রসেস এবং মূলগত ডিউ প্রসেস। ২০০১ সালে, প্যাট্রিয়ট অ্যাক্টের মাধ্যমে হেবিয়াস কর্পাসকে অধিকার হিসেবে বাতিল করা হয়, এবং ইংরেজি আইনকে রোমান আইন দিয়ে প্রতিস্থাপিত করা হয়। ইংরেজি আইন অনুযায়ী কোনো ব্যক্তিকে দোষ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত নির্দোষ ধরা হয়, আর রোমান আইন অনুযায়ী কোনো ব্যক্তিকে নির্দোষ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত দোষী ধরা হয়। ২০২২ সালের পেলোসি ট্রায়ালগুলোতে প্রক্রিয়াগত এবং মূলগত—উভয় ডিউ প্রসেসই চরমভাবে লঙ্ঘিত হয়েছিল। পেলোসি ট্রায়ালগুলোতে মূলগত আইন ও প্রক্রিয়াগত আইন উভয়ই তাদের সংবিধানসম্মত নির্ধারিত উদ্দেশ্যের একেবারে উল্টোভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল।

সাবস্ট্যানটিভ ডিউ প্রসেস ও প্রসিডিউরাল ডিউ প্রসেসের মধ্যে পার্থক্যটি নিহিত আছে আইন ও অধিকারের সেই ভিন্ন ভিন্ন দিকগুলোতে, যেগুলো প্রতিটি ধারণা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের কাঠামোর মধ্যে, বিশেষত পঞ্চম ও চতুর্দশ সংশোধনীর যথাযথ প্রক্রিয়া ধারাসমূহের অধীনে, সুরক্ষা দেয়।

বস্তুগত যথাযথ প্রক্রিয়া এমন মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতার সঙ্গে সম্পর্কিত যা সরকার, যে প্রক্রিয়াই অনুসরণ করা হোক না কেন, লঙ্ঘন করতে পারে না। এটি নির্দিষ্ট কিছু অধিকারকে সরকারি হস্তক্ষেপ থেকে সুরক্ষা দেয়, এমনকি যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হলেও। বস্তুগত যথাযথ প্রক্রিয়ায় এমন অধিকার অন্তর্ভুক্ত থাকে যা মৌলিক বলে গণ্য, যেমন ব্যক্তিগত গোপনীয়তার অধিকার, বিবাহের অধিকার এবং নিজের সন্তানদের লালন-পালনের অধিকার। এসব অধিকার সরকারি অনধিকার হস্তক্ষেপ থেকে সুরক্ষিত থাকে, যদি না কোনো প্রবল রাষ্ট্রীয় স্বার্থ থাকে। এটি সরকারের ক্ষমতার ওপর একটি নিয়ন্ত্রণ হিসেবে কাজ করে, নিশ্চিত করে যে আইন ও বিধিবিধান মৌলিক স্বাধীনতা লঙ্ঘন না করে।

প্রক্রিয়াগত যথাযথ প্রক্রিয়া এমন পদ্ধতিসমূহের সঙ্গে সম্পর্কিত, যা সরকারকে কোনো ব্যক্তিকে জীবন, স্বাধীনতা বা সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার আগে অনুসরণ করতে হয়। এটি নিশ্চিত করে যে ব্যক্তিরা যথাযথ আইনগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ন্যায়সঙ্গত ও পক্ষপাতহীন আচরণ পান। প্রক্রিয়াগত যথাযথ প্রক্রিয়া সরকারকে নির্দিষ্ট ধাপ বা পদ্ধতি অনুসরণ করতে বাধ্য করে, যেমন নোটিশ প্রদান, ন্যায্য শুনানি, এবং শোনা হওয়ার সুযোগ প্রদান, কারও অধিকার থেকে বঞ্চিত করার আগে। এটি আইন কীভাবে প্রয়োগ করা হয় সেই পদ্ধতিগুলোর ওপর জোর দেয়, নিশ্চিত করে যে সরকার ন্যায়সঙ্গত ও সুষ্ঠুভাবে কাজ করে।

পেলোসি ট্রায়াল শুরু হওয়ার পর থেকে যে আইনি অস্ত্রায়ন দেখা গেছে, তা মূলগত ও প্রক্রিয়াগত—উভয় ধরনের যথাযথ আইনি প্রক্রিয়াকে অস্বীকার করে। আমেরিকান নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলো প্রকাশ্যে এবং সফলভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। পেলোসি ট্রায়াল শুরু হওয়ার আগেই মিথ্যা পতাকা-অভিযান এবং যুক্তরাষ্ট্রের নানা সংক্ষিপ্তনামধারী সংস্থার প্রকাশ্য দুর্নীতি নিয়মিতভাবে উন্মোচিত হয়ে আসছে; কিন্তু পেলোসি ট্রায়াল শুরু হওয়ার পর থেকে উভয় দলের বিশ্বায়নপন্থীদের ব্যবহৃত আইনি প্রক্রিয়াগুলো প্রক্রিয়াগত যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার ধ্বংসের একটি স্পষ্ট দৃষ্টান্ত।

প্রবন্ধের আগের অংশে আমরা পড়েছি, "ধর্মীয় আইন প্রণয়নের পক্ষে যে কোনো আন্দোলন আসলে পোপতন্ত্রের প্রতি এক প্রকার ছাড়, যা এত যুগ ধরে বিবেকের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে যুদ্ধ করে এসেছে। রবিবার পালন, তথাকথিত খ্রিষ্টীয়

প্রতিষ্ঠান হিসেবে, তার অস্তিত্বের ঋণী 'অধর্মের রহস্য'-এর কাছে; এবং এর প্রয়োগ হবে রোমান ক্যাথলিক মতবাদের মূলভিত্তিস্বরূপ নীতিগুলোর এক প্রকার পরোক্ষ স্বীকৃতি। যখন আমাদের দেশে তার শাসনব্যবস্থার নীতিসমূহকে এমনভাবে ত্যাগ করবে যে একটি রবিবার আইন প্রণয়ন করবে, তখন প্রোটেস্ট্যান্টবাদ এই কাজটিতে পোপতন্ত্রের সঙ্গে হাত মেলাবে; এটি আর কিছুই হবে না দীর্ঘদিন ধরে আবার সক্রিয় স্বৈরতন্ত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগের জন্য উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করা যে স্বৈরাচার, তাকে প্রাণসঞ্চার দেওয়া।"

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান দিয়ে উপস্থাপিত করা যায় এমন ইতিহাসের ধারায়, যুক্তরাষ্ট্রের সূচনা এবং সমাপনী উভয় পর্যায়েই সংবিধানের কোনো না কোনো উপাদানকে প্রতিনিধিত্ব করে এমন তিনটি নির্দিষ্ট পথচিহ্ন রয়েছে। ওই তিনটি পথচিহ্নের প্রতিটিই রাজনৈতিক পদক্ষেপে, এবং তাই সেগুলো যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলাকে প্রতীকায়িত করে। শুরুর সেই তিন পথচিহ্নের তৃতীয়টি, যা ১৭৯৮ সালকে চিহ্নিত করে, ছিল এলিয়েন অ্যান্ড সেডিশন অ্যাক্টস; এবং সমাপনী সময়ের সেই পথচিহ্নগুলোর তৃতীয়টি হলো যখন যুক্তরাষ্ট্র রবিবারের আইন কার্যকর করে, এবং প্রকাশিত বাক্য তেরো অধ্যায়, এগারো পদের পরিপূর্তিতে ড্রাগনের মতো কথা বলে।

যুক্তরাষ্ট্রের ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইতিহাস শুরু হয় যখন, ‘পৃথিবী’ প্রতীকে, তা তার মুখ খুলে ড্রাগনের নির্যাতনের প্লাবনকে গ্রাস করেছিল।

> আর সর্পটি তার মুখ থেকে বন্যার মতো জল সেই নারীর পিছনে ছুড়ে দিল, যাতে বন্যা তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু পৃথিবী সেই নারীকে সাহায্য করল; পৃথিবী নিজের মুখ খুলে সেই বন্যাকে গিলে ফেলল, যা ড্রাগন তার মুখ থেকে ছুড়ে দিয়েছিল। প্রকাশিত বাক্য ১২:১৫, ১৬।

১৭৭৬ সালে, যে পশুটি পৃথিবী থেকে উত্থিত হওয়ার কথা ছিল এবং শেষে পর্যন্ত ১৭৯৮ সালে বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে ষষ্ঠ রাজ্যে পরিণত হয়েছিল, তা ইউরোপীয় রাজতন্ত্রের স্বৈরশাসকদের এবং পোপীয় গির্জার স্বৈরশাসকদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী এক সংবিধানসহ একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ঈশ্বরের লোকদের বিরুদ্ধে নিপীড়নের বন্যাকে গিলে ফেলেছিল।

১৭৭৬ সালের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ২০০১ সালের প্যাট্রিয়ট অ্যাক্টের আদর্শ উদাহরণ ছিল। ১৭৮৯ সালের সংবিধান ২০২২ সালে শুরু হওয়া পেলোসি ট্রায়ালসের আদর্শ উদাহরণ ছিল। ১৭৯৮ সালের এলিয়েন অ্যান্ড সেডিশন অ্যাক্টস যুক্তরাষ্ট্রের রবিবার আইনের আদর্শ উদাহরণ ছিল।

১৭৭৬ সালে আমেরিকান দেশপ্রেমিকদের স্বাধীনতার ঘোষণা ২০০১ সালের প্যাট্রিয়ট অ্যাক্টের মাধ্যমে স্বাধীনতা হারানোর ঘোষণাকে প্রতিনিধিত্ব করেছিল। ১৭৮৯ সালের সংবিধান ২০২২ সালে শুরু হওয়া পেলোসি বিচারসমূহকে প্রতিনিধিত্ব করেছিল। এলিয়েন অ্যান্ড সেডিশন অ্যাক্টস রবিবার আইনকে প্রতিনিধিত্ব করে। সংবিধানের প্রতিটি নীতিকে অস্বীকার করার ইতিহাস সংবিধানকে ধাপে ধাপে উল্টে দেওয়ার একটি প্রক্রিয়াকে প্রতিনিধিত্ব করে, যার পরিসমাপ্তি হয় রবিবার আইনে।

এই সকল উক্তি দানিয়েলের গ্রন্থের একাদশ অধ্যায়ের চল্লিশতম পদের লুকানো ইতিহাসে পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে মিলে যায়। এই প্রবন্ধে আমরা Testimonies-এর পঞ্চম খণ্ড, ৪৫১, ৪৫২ থেকে চারটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করেছি।

পরবর্তী প্রবন্ধে আমরা সেই অনুচ্ছেদগুলো আরও নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করব।